# সুশান্ত সা

লক্ষ্মীনারায়ণ পিকচার্সের সশ্রদ্ধ নিবেদন—




প্রযোজনা : অজিত [illegible] ও অর্ধেন্দু সেন

চিত্রনাট্য-পরিচালনা : অর্ধেন্দু সেন সঙ্গীত : সুধীন দাশগুপ্ত

ব্যারিষ্টার নীরোদরঞ্জন দাশগুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে ॥ সংলাপ : প্রণব রায় গীতরচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ॥ চিত্রগ্রহণ : সন্তোষ গুহরায় ॥ সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী ॥ শব্দগ্রহণ : জে, ডি, ইরাণী ॥ শিল্প-নির্দেশনা : সুনীল সরকার রূপসজ্জা : অনাথ মুখার্জী ও গৌর দাস ॥ সর্বাধ্যক্ষ : বিক্রম দেববর্মণ ॥ প্রধান কর্মসচিব : অজিত রায় ॥ ব্যবস্থাপনা : কালী মুখার্জী ॥ শব্দ পুনঃর্যোজনা ও সংগীত গ্রহণ : শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥ পরিচয়লিপি অঙ্কন : অমিতাভ ব্যানার্জী ॥ প্রচার সচিব : নিতাই দত্ত ॥ প্রচার অঙ্কন : পূর্ণেন্দু পত্রী, এস, স্কোয়ার ॥ ষ্টুডিও ম্যানেজার : এম, এস, সুবেদার ॥ আলোক সম্পাতে : মনোরঞ্জন, হেমন্ত, সুখরঞ্জন, অনিল, বিনয়, দেবেন ও মন্টু।

প্রচার উপদেষ্টা : শ্রীপঞ্চানন

॥ সহকারীবৃন্দ ॥ পরিচালনায় : সীতাংশু ঘোষ, অজিত চক্রবর্তী, অময় লাহা। সংগীত পরিচালনায় : অলক দে, অশোক রায়। চিত্রগ্রহণে : বীরেন মুখার্জী, দুলাল দাস ॥ সম্পাদনায় রবীন সেন, দেবীদাস গাঙ্গুলী। শব্দগ্রহণে : সিদ্ধি নাগ ॥ শিল্প নির্দেশনায় : চিত্ত ভট্টাচার্য্য। পরিস্ফুটনায় : অবনী রায়, তারাপদ ॥ শব্দ পুনঃর্যোজনায় : জ্যোতি, এডেন ও ভোলানাথ।

কণ্ঠ সংগীতে : হেমন্ত মুখার্জী ও সন্ধ্যা মুখার্জী

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও আর, বি, মেহেতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

॥ চরিত্র চিত্রণে ॥

বসন্ত চৌধুরী ॥ সাবিত্রী চ্যাটার্জী ॥ লিলি চক্রবর্তী

বিকাশ রায় ॥ কমল মিত্র ॥ অসিতবরণ ॥ ভারতী দেবী ॥ সবিতাব্রত দত্ত ॥ মলিনা দেবী ॥ জ্ঞানেশ মুখার্জী ॥ জহর রায় ॥ হরিধন মুখার্জী ॥ জীবেন বসু ॥ শিশির বটব্যাল ॥ বাণী গাঙ্গুলী ॥ অমর মল্লিক ॥ শিশির মিত্র ॥ নৃপতি চ্যাটার্জী ॥ অমূল্য সান্ন্যাল ॥ মাঃ বাপী ॥ মণি শ্রীমানী ॥ সিতাংশু ॥ গৌতম ॥ মধু ॥ ঋষি সুশীল দাস, সবিতা প্রভৃতি

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥ অনিল সরকার। মন্টু তালুকদার। কৃষ্ণা সেনগুপ্তা। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার নিউ লক্ষ্মী জুয়েলার্স ॥ সচিত্র ভারত।

পরিবেশনা : ভবতারিণী পিকচার্স



## কাহিনী

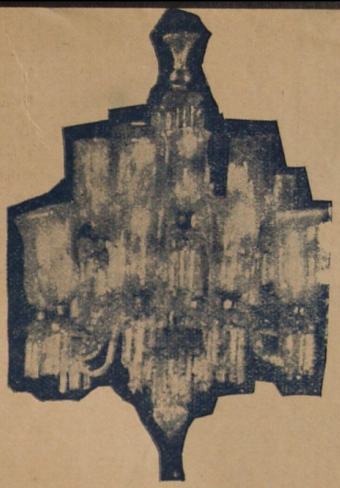

প্রিয়তমার প্রতি সহসা-জেগে-ওঠা সন্দেহ থেকে মনে আসে সংশয়, আসে ঈর্ষা-বিদ্বেষ, আসে হিংসা—পরিশেষে প্রিয়তমার সন্দেহের দয়িতের ওপর আক্রোশের চরম পরিণাম হত্যাস্পৃহা।

অনির্বাণ প্রেমের এই বীভৎস মনস্তাত্ত্বিক রূপ সর্ব যুগে সর্ব কালে চিরন্তন আর শাশ্বত সত্য। যিনি এ নির্মম সত্যের উর্দ্ধে যেতে পারেন, তিনি মানব-ইতিহাসের ক্রম-বিবর্তনের এক অভাবনীয় ব্যতিক্রম, এক অতি-মানুষ, সিদ্ধ পরম পুরুষ। কিন্তু শুধু পরম পুরুষ নিয়ে প্রেম-প্রণয়-অনুরাগের এই পৃথিবীর সাধারণ সমাজ-জীবন নয়। এখানে প্রাত্যহিক বস্তু-বিদ্বেষ নির্বাচিত দৃশ্য-মিছিলের অংশীদার সাধারণ মানুষগুলোর মধ্যে যেমন আশা আছে, তেমনি হতাশা আছে; যেমন ভালবাসা আছে, তেমনি ভালবাসাকে ঘিরে আছে সন্দেহ, সংশয়—আছে ঈর্ষা-বিদ্বেষ আর আক্রোশ।

আপন প্রিয়তমা পত্নীর ওপর সহসা সন্দেহ জেগেছিল জমিদার সুশান্ত সা চৌধুরীর মনে। শহর থেকে দূরে মফঃস্বলের জমিদার রতন সা চৌধুরীর ছোট ছেলে সুশান্ত, আর বড় ছেলে প্রশান্ত। এক-আত্মা এক-প্রাণ দুই সহোদর কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দিয়েছে। প্রশান্ত বিবাহিত মণ্টি বৌঠানের প্রেম-সম্পৃক্ত। মণ্টি বৌঠানের অশেষ প্রিয়পাত্র ঠাকুরপো সুশান্ত সা। সুশান্ত কলকাতায় এম. এ. অধ্যয়নরত। তার অন্তরের অন্তস্থলে যে নামটি নাড়া দিয়েছিল প্রথম প্রেমের মঞ্জরী হয়ে, তার নাম সাবিত্রী। সাবিত্রী এ বাড়ীর ছোট বৌ হয়ে আসুক—এটা মনে-

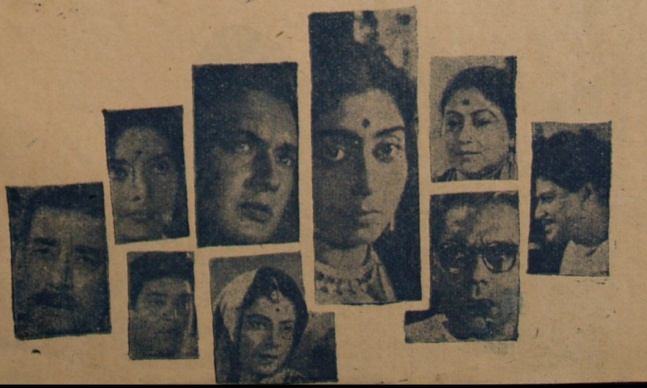

প্রাণে চেয়েছিল—মন্টি বৌঠান। কিন্তু চাওয়া শেষপর্যন্ত পাওয়ার পূর্ণতায় পৌঁছয় নি। তার আগেই ঠাকুরপো আর স্বামীর মায়া কাটিয়ে মন্টি বৌঠান বিদায় নিয়েছিল এ ধূলিকলঙ্ক পৃথিবী থেকে।

সুশান্ত সার চল্লিশ বছরের জীবনে এ এক চরমতম আঘাত। দাদা ও স্ত্রীর অকাল-মৃত্যুতে কম আঘাত পান নি। তবে আজীবন ধর্মপ্রাণ সঙ্গীতজ্ঞ আর দার্শনিক প্রবণ প্রশান্ত সা ত্যাগদীপ্ত মনে পত্নীর অকালমৃত্যু তেমন কোন ছায়া ফেলতে পারে নি। শুধু কেমন যেন একটু বেশী রকমের স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। বেশ কয়েকটা বছর পরে সুশান্ত বিয়ে করেছে, তবে সাবিত্রীকে নয়, পিতার মনোনীত এক পাত্রীকে। নাম তার তুষারবালা।

তুষারবালাকে ভালবেসেছিল সুশান্ত সা, ভুলে গিয়েছিল সাবিত্রীর কথা। জমিদারী দেখাশুনোর কর্মব্যস্ততার মাঝে প্রায়ই বাইরে বাইরে থাকতে হত সুশান্ত সাকে। নিঃসঙ্গ বোধ করত প্রথম প্রথম তুষারবালা বিরাট ঐ বাড়িটাতে স্বামী-সঙ্গ ছাড়া। ইতিমধ্যে অবশ্য সঙ্গীও একজন পেয়েছে সে,—নাম তার মুকুন্দ—সুশান্তর জ্ঞাতি-ভাই।

কিন্তু মুকুন্দর সঙ্গে তুষারবালার মেলামেশা সুশান্তর মনে অহেতুক সন্দেহের উদ্রেক করে। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। অন্তরে অন্তরে জ্বলতে থাকে। সুশান্তর দাদা প্রশান্ত সা তিরস্কারের সুরে সুশান্তকে বলে—'কাজটা তুই ভাল করিস নি শান্ত, বৌমার সংগে মুকুন্দের মেলামেশা বন্ধ করে দিয়ে।

তুষারবালার সংসার আলোকিত করে তার একটি ছেলে হয়েছে। সুশান্তর পিতা জমিদার রতন সা চৌধুরী আজ আর বেঁচে নেই। ধর্মপরায়ণ কর্তব্যনিষ্ঠ দাদা প্রশান্ত সা চৌধুরী সম্প্রতি ভ্রাতৃবধূ তুষারবালার অশেষ সেবা-যত্নে সেই অতিমাত্রায় স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার গুমোট কাটিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে সতেজ ও সজীব হয়ে উঠেছেন। আর বৈধব্যের একরাশ নির্মমতা মাথা পেতে নিয়ে ফিরে এসেছে এই সাবিত্রী, সুশান্তর জীবন-নাট্যের সেই প্রথম প্রেমের মঞ্জরী। এসে আশ্রয় নিয়েছে সুশান্তর বাড়িতে। সুশান্তর মা দয়াবতীর বান্ধবীর মেয়ে গৃহহারা সাবিত্রীকে সাদরেই ঘরে তুলে নিয়েছেন দয়াবতী দেবী।

সাবিত্রীর অকস্মাৎ আবির্ভাবে সুশান্ত মনে-প্রাণে অশেষ খুশী হলেও, তার স্ত্রী তুষারবালার মনেও কিন্তু সংশয়ের কালো মেঘ জমতে শুরু করে। শুরু হয় আবার অশান্তি। তুষারবালার অশান্ত নারী-মন এবারে ভাসুর ঠাকুর প্রশান্তর আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়। অবাক হয়ে যায় সাবিত্রী, প্রশান্ত সা চৌধুরীর সংগে অবাধ মেলামেশায়। অবাক হয় সুশান্ত সাও পত্নীর এই আকস্মিক আচরণে। আবার সন্দেহ জাগে তার মনে। শেষপর্যন্ত দেবতুল্য দাদার পদস্খলন! লক্ষ্য করে সুশান্ত দিনের পর দিন তুষারবালার সংগে প্রশান্তর ক্রমবর্ধমান নিবিড় সম্পর্ক। সহ্য করতে পারে না সুশান্ত সা। দাদার বিরুদ্ধে বিক্ষোভের মেঘ তিলে তিলে পুঞ্জীভূত হতে থাকে। একদিন প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হয় প্রশান্ত সা চৌধুরী।

তারপর কাহিনীর উপস্থাপনা আদালতে—কোর্টের কাঠগড়ায়।

দায়রায় সোপর্দ সুশান্ত সা চৌধুরীর বিচারের সময় তুষারবালা কি স্বামীর ঘৃণ্য খুনের বিপক্ষে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল? সতী-সাবিত্রী-সীতার দেশ বাংলা দেশের কুলবধূ তুষারবালা কি তার দয়িতের জন্য চরম আত্মত্যাগ করেছিল? না অন্য কিছু? তারই উত্তর দেবে দাম্পত্য-জীবনের অসাধারণ মনস্তত্ত্বমূলক কাহিনী—'**সুশান্ত সা**'।

# সঙ্গীত

কথা : কাজী নজরুল ইসলাম
কণ্ঠ : সবিতাব্রত দত্ত

"ফুলের জলসায়
নীরব কেন কবি
ভোরের হাওয়ায় কান্না পাওয়ায়
হব ম্লান ছবি।"

কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
কণ্ঠ : হেমন্তকুমার মুখার্জী

সজনী লো দেখে যা উথালী পাথালী হল মন।
এ কূল ও কূল আমার দুকূলে ভাঙ্গন
চোরাই বালিতে যেন ডুবেছে চরণ।
ও নদী কেমনে বলি কি ব্যথা আমারই
তোরে কি বোঝাবো তুই ঢেউয়েরই কারবারই
নদী জল ছল ছল
ঢেউ ভাঙ্গে উচ্ছল
বৈঠারে সম্বল
দিয়ে চল নিয়ে চল
তাই বুঝি চপল
এ ভরা যৌবনে আর কি হবে সজনী
কাঁদিয়া কাঁদিয়া যাবে দিবস রজনী
ও যে আমারি চোখের জল মেঘ হ'য়ে আসে
আমারে ছাড়িয়া বন্ধু যায় বনবাসে।

কণ্ঠ : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

) যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতিচৈকে
এত বিদ্যামনুশিষ্ট স্ত্বয়াহহং
বরানামেষ বরস্তৃতীয়ঃ।
ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্
নায়ং কুতশ্চিন্ন-বভূব কশ্চিৎ
অজানিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্য মানে শরীরে।
) বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।
যঃ সর্বত্রানাভিস্নেহস্তত্ত্য প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।
ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যাম, সর্বে বয়মতঃ পরম্।

কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
কণ্ঠ : সন্ধ্যা মুখার্জী

এমনি ক'রে দু'চোখ ভরে আমায় দেখো না
আমি যে লজ্জা পাবো মুখ লুকোবো চেয়ে থেকো না।
তোমারই দৃষ্টি নিয়ে আকাশের ঐ যে তারা
চোখেরই আলো দিয়ে কেন যে দেয় পাহারা
যাই যে সরে নামটি ধরে কাছে ডেকো না
ও চাঁদ, সামনে থেকে এখনই যাওনা চলে
মেঘ তুমি ও মুখ ঢেকে দাও আঁধারের আঁচলে
মনেরই আয়নাতে যে, নিজেকে দেখবো বলে
সাজালাম এই যে সাজে, তাই কি হৃদয় দোলে
স্বপ্ন দিয়ে মন ভরিয়ে ধরে রেখোনা।
এমনি করে দুচোখ ভরে আমায় দেখো না।

# পরবর্তী চিত্রার্ঘ্য !

"সাবধান ! সাবধান !! সাবধান !!!
আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড
রুদ্র দৃপ্ত মূর্তিমান ।"

—মুকুন্দদাস

ফিল্ম ক্লাসিকের নিবেদন

# চারণকবি মুকুন্দদাস

নাম ভূমিকায়
**সবিতাব্রত দত্ত**

চিত্রনাট্য-পরিচালনা
**নির্মল চৌধুরী**
সংগীত
**পবিত্র চট্টোপাধ্যায়**

ভবতারিণী পিকচার্স । ৮৬, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ এর প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। এবং কিরণ প্রিণ্টার্স, হাওড়া কর্তৃক মুদ্রিত।
অলঙ্করণ : এস, স্কোয়ার। প্রচার উপদেষ্টা : **শ্রীপঞ্চানন**